আল ফাতিহাঃ কুরআন সংক্ষিপ্ত

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

আল ফাতিহাঃ কুরআন সংক্ষিপ্ত

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

আল ফাতিহাঃ কুরআন সংক্ষিপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ। মার্চ 08, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

ভূমিকা

নিম্নে পবিত্র কুরআনের ১ম অধ্যায় আল ফাতিহার বিস্তারিত তাফসীর (তাফসীর) সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা এবং বোঝা সহজ। এটিকে "কিতাবের মা" বলা হয় কারণ এতে পুরো পবিত্র কুরআনের অর্থ রয়েছে। তাফসীর ইবনে কাথির, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 43-এ এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাস্তবে, যে ব্যক্তি প্রথম অধ্যায় আল ফাতিহার শিক্ষাকে বোঝে এবং পুরো পবিত্র কুরআনের উপর আমল করে।

এই মহান অধ্যায়টি বোঝার এবং কাজ করার চেষ্টা করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সহায়তা করবে।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় 1 - আল ফাতিহা

এই অধ্যায়টিকে আল ফাতিহা বলা হয়, যার অর্থ হতে পারে "বইয়ের উদ্বোধনকারী"। তাই এ অধ্যায়ের তিলাওয়াত দিয়ে নামাজ শুরু করতে হবে। সুনানে আন নাসাই, 910 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটিকে "কিতাবের মা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ নয়। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজা, 3785 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) আল ফাতিহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় বলে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআন। এই অধ্যায়টি পাঠ না করা হলে নামাযটি ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার একটি সম্ভাব্য কারণ। এটি সুনানে আন নাসাই, 910 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে এটিকে "কিতাবের মা"ও বলা হয় কারণ এতে সমগ্র পবিত্র কুরআনের অর্থ রয়েছে। তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 43-এ এটি উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বাস্তবে, যে ব্যক্তি প্রথম অধ্যায় আল ফাতিহার শিক্ষাকে বোঝে এবং পুরো পবিত্র কুরআনের উপর আমল করে।

পবিত্র কুরআনে সাতটি বিষয় রয়েছে যার সবকটিই আল ফাতিহা অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হল একেশ্বরবাদ অর্থ, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদত বা আনুগত্যের যোগ্য কেউ নেই। আল ফাতিহা এই বিষয় উল্লেখ করে শুরু হয়। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2:

" [সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত এবং আল ফাতিহাতে নির্দেশিত দ্বিতীয় বিষয় হল নবুওয়াত। আল ফাতিহার ষষ্ঠ আয়াতে, মহান আল্লাহ, তিনি যাদের অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথের কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6:

" আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন।"

এই পথ, যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, নবী (সাঃ) এর পথ। পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে বরকতপ্রাপ্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

"... নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং ধার্মিকগণ - কি সম্মানজনক সঙ্গ!"

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত তৃতীয় বিষয় হল মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য এবং আল ফাতিহার আয়াত 5 এ উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

" আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।"

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত চতুর্থ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির সতর্কবাণী। এই বিষয়টি আল ফাতিহার 4 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কবাণীগুলি একদিন সকলেই প্রত্যক্ষ করবে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 4:

" প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

পবিত্র কুরআনে আলোচিত পঞ্চম বিষয় গল্প ও পাঠ নিয়ে গঠিত। আল ফাতিহা, 6 এবং 7 নম্বর আয়াতে যে পাঠটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ কীভাবে ধার্মিকদের পুরস্কৃত করেছেন এবং অতীতের জাতিগুলির পাপীদের শাস্তি দিয়েছেন। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6-7:

" আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

পবিত্র কুরআনে আলোচিত ষষ্ঠ বিষয়ে কিয়ামতের উপাদানের কথা বলা হয়েছে। এটি তখনই যখন মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করবেন, তারা মারা যাওয়ার পরে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তারা যে কাজগুলো করেছে তার বিচার করার জন্য। এটি আল ফাতিহার 4 নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 4:

" প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

পবিত্র কুরআনে আলোচিত সপ্তম এবং শেষ বিষয় এবং আল ফাতিহাতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা। আল ফাতিহা মানবজাতিকে শেখায় কিভাবে সঠিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। একজনের উচিত সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর প্রশংসা ও প্রশংসা করা, তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী। পবিত্র কুরআন বা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত বক্তব্য ব্যবহার করে এটি সর্বোত্তম অর্জন করা হয়। এটি আল ফাতিহার অধ্যায় 1, আয়াত 2-3 এ নির্দেশিত হয়েছে:

“[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। পরম করুণাময়, বিশেষভাবে করুণাময়।"

দুর্বলতা এবং নম্রতা প্রদর্শন প্রার্থনার একটি অপরিহার্য অংশ। এটি আল ফাতিহার অধ্যায় 1, আয়াত 5 এ দেখানো হয়েছে:

“আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। "

পরবর্তী দুটি আয়াত, 6 এবং 7, প্রার্থনা নিজেই। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6-7:

" আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

সঠিক পথনির্দেশ এবং মন্দ পথ থেকে আশ্রয় চাওয়া হল একটি প্রার্থনা যা মুসলমানদের প্রায়ই করতে হবে, কারণ এটি অর্জন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

পবিত্র কুরআনের শুরুতে এই অধ্যায়টি স্থাপন করা একটি নিদর্শন যে, মহান আল্লাহ মানবজাতিকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং আমল করার জন্য জীবনের সঠিক পথ অর্থাৎ এতে উল্লেখিত সরল পথ আবিষ্কার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। অধ্যায়। অর্থ, জাগতিক ও পার্থিব উদ্দেশ্য নিয়ে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করা উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত এই অধ্যায়টিকে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মকে নির্দেশিত করা। এই অধ্যায়টি এটাও স্পষ্ট করে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক দিকনির্দেশনা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমেই পাওয়া যায়, কারণ কোন পথটি বাস্তবিকভাবে যাত্রা না করা পর্যন্ত উপযোগী নয়। এই আন্তরিক আনুগত্য, যা এই অধ্যায়ের শেষ দুটি আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে সেই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের বাকী অংশে বর্ণিত হয়েছে যেটি অধ্যায় 1 আল ফাতিহার দিকে পরিচালিত করে এবং কার্যত পবিত্র নবী মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐতিহ্যে দেখানো হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে কতজন মুসলিম নিয়মিত এই অধ্যায়টি পাঠ করে কিন্তু কার্যত মহান আল্লাহকে মানতে ব্যর্থ হয়। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত সঠিক দিকনির্দেশনা, যে অধ্যায় তারা নিয়মিত আবৃত্তি করেন, কর্ম ছাড়া তা পাওয়া যায় না।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

অধ্যায় 1 - আল ফাতিহা, আয়াত 1

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

"আল্লাহর নামে - পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

"আল্লাহর নামে - পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

সত্য যে এই আয়াতটি মহান আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু হয়েছে, এটি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের মতো ইসলামিক জ্ঞানের কাছে যাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে। এর একটি দিক হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা গ্রহণ করা এবং তার উপর কাজ করা, কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে কী কাজ করে এবং উপেক্ষা করে তা বেছে না নিয়ে। যদি কোন মুসলমান ইসলামিক জ্ঞানের প্রতি এই চেরি বাছাই করার মনোভাব নিয়ে আসে, তবে তারা এই আয়াতটি পূর্ণ করেনি এবং তাই তারা যা শিখবে তা থেকে প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হবে না। এই মনোভাব তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য এবং পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ এবং কর্তৃত্ব লাভের জন্য অন্যদের দেখানোর জন্য ঐশ্বরিক জ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা করতেও উৎসাহিত করতে পারে। এটি একটি বিপজ্জনক পথ যা একজনকে উভয় জগতে শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি তখনই ইসলামী শিক্ষা থেকে সত্যিকার অর্থে উপকৃত হবে যখন তারা তাদের সমস্ত কিছুকে মেনে নেওয়ার এবং কাজ করার চেষ্টা করবে, তা নির্বিশেষে যে তারা শিক্ষার পিছনের প্রজ্ঞাগুলি বোঝে বা না বোঝে। এটা তাদের ইচ্ছা অনুসারে বা না. অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

মূল আয়াতের প্রথম অংশটিও মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্যে প্রতিটি পরিস্থিতি ও কর্মের কাছে যেতে উৎসাহিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। একজন ব্যক্তি তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা বা সমাজ, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলবেন এবং তার পরিবর্তে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে চিন্তা করবেন, কারণ তারা যে সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রবেশ করবে সে মহান আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু হবে। এটি একজনকে অন্য লোকেদের খুশি করার লক্ষ্য গ্রহণ করতে বাধা দেয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয়, কারণ প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা এবং মতামত রয়েছে। অতএব, সকলকে খুশি করার চেষ্টা শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে, মহান আল্লাহর নাম নিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করা নিশ্চিত করে যে একমাত্র লক্ষ্য মহান আল্লাহকে খুশি করা। অধ্যায় 39 আজ জুমার, 29 নং আয়াত:

“ আল্লাহ বহু বিবাদমান প্রভুর মালিকানাধীন একজন গোলামের এবং শুধুমাত্র একজন প্রভুর মালিকানাধীন একজন গোলামের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা কি অবস্থায় সমান? সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ! আসলে তাদের অধিকাংশই জানে না।”

শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, ন্যূনতম চাপ এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহজেই অর্জন করা যায়। আলোচ্য মূল আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 1:

" আল্লাহর নামে - পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

উপরন্তু, যখন কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে, তখন তাদের জানা উচিত যে তারা করুণাময় ও করুণাময় প্রভুকে খুশি করার লক্ষ্যে রয়েছে। এটি মানব দাসত্বের অবমাননাকর রূপের ধারণাকে মুছে ফেলে যা সারা বিশ্বের অগণিত মানুষের কাছে রয়েছে এবং এখনও ঘটে। পরিবর্তে, একজন নিজেকে যে দাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ করে তা হল করুণা ও করুণার একটি। এই রহমত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে কিভাবে মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর ক্রমাগত অগণিত নিয়ামত বর্ষণ করেন এবং কেবলমাত্র তাদের সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে বলেন যাতে তারা উভয় জগতে তাদের দ্বারা উপকৃত হয়। অর্থ, পরম করুণাময় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বান্দা ছাড়া অন্য কারো উপকারে আসে না। মহান আল্লাহ, মানুষের আনুগত্য থেকে কোন লাভ হয় না।

মূল আয়াতের প্রথম অংশটি মহান আল্লাহর বিভিন্ন স্বর্গীয় গুণাবলী এবং নামগুলি শেখার এবং আমল করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, যাতে কেউ প্রবেশ করে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে এমনভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় যা মহান আল্লাহকে খুশি করে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, তাই যখন কেউ এমন পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের উপর অন্যায় করেছে, তখন তাদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণকে সামঞ্জস্য করার সাথে সাথে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত যাতে ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে না। আল্লাহ, সর্বময়, ন্যায়পরায়ণ, তাই যখন কেউ এমন পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে যেখানে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তখন তাকে অবশ্যই ন্যায়বিচার মেনে চলতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যা ভাল এবং ন্যায্য তা বেছে নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা নিশ্চিত করবে যে ব্যক্তি প্রবেশ করা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে। সহীহ বুখারির ২৭৩৬ নম্বর

হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিরানব্বই নাম জানে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 1:

" আল্লাহর নামে..."

আয়াতের এই অংশটি মানবজাতির উদ্দেশ্যকেও নির্দেশ করে, যথা, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রেখে প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করা। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের উদ্দেশ্য কয়েকটি বাধ্যতামূলক কর্তব্যের পরে আরও প্রসারিত হয়, যেমন পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ, যা দিনে মাত্র এক ঘন্টারও কম সময় নেয়, তবে প্রতিটি মুহূর্ত, শ্বাস এবং পরিস্থিতি তাদের সম্মুখীন হয়। সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়া, তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, এই কারণেই যে

মুসলিমরা মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে তারা এখনও মানসিক শান্তি পায় না। এই বিশ্ব, কারণ তারা মনের শান্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করেনি। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যে ব্যক্তি তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, এমনকি যদি তারা ইসলামের মৌলিক বাধ্যবাধকতা পালন করে, তবে সে অনেক সওয়াব পাবে কিন্তু তারা শূন্য জীবন যাপন করবে। সেগুলো হবে ফুলদানির মতো যা বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর হলেও ভেতরে ফাঁকা ফাঁকা। যেভাবে অনেক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি উদ্ভাবনকে এখনও ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করা হয় যখন এটি তার সৃষ্টির প্রাথমিক কারণ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, একইভাবে, একজন মুসলিম যে সঠিক উপায়ে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সে একটি শূন্য ও অর্থহীন জীবন যাপন করবে, যদিও তারা অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী।

মূল আয়াতের প্রথম অংশটি প্রতিটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সময় সর্বদা মহান আল্লাহর সাথে তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সংযুক্ত হওয়ার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যাতে তারা নিরাপদে যাত্রা করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও নির্দেশনা লাভ করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

যখন কেউ আল্লাহকে ভুলে যায় বা অমান্য করে, পরিস্থিতিতে প্রবেশ করার সময়, তারা অনিবার্যভাবে জাগতিক জিনিস এবং লোকদের উপর নির্ভর করবে, যারা স্বভাবগতভাবে দুর্বল, যদিও তারা শক্তিশালী দেখায়। এটি কেবল বিভ্রান্তির কারণ হবে এবং একজনকে জীবনে ভুল পছন্দ করতে উত্সাহিত করবে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই চাপের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 73:

"... দুর্বল তারা অনুসরণকারী এবং তাড়া করে।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 1:

" আল্লাহর নামে..."

আয়াতের এই অংশটিও মহান আল্লাহর স্মরণের বিভিন্ন দিক পূরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। প্রথম দিকটি হল একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কথা বলে এবং কাজ করে। এটি প্রমাণিত হয় যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা দাবি করে না। দ্বিতীয় দিকটি হল মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে কথা বলা বা চুপ থাকা। সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ দিকটি হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, প্রত্যেকটি আশীর্বাদ যেমন একজনের সময়কে, তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে। মহান আল্লাহকে স্মরণ করার এই দিকগুলো যখন কেউ পূরণ করবে, তখনই তারা উভয় জগতের মানসিক প্রশান্তি লাভের শর্ত পূরণ করবে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তরগুলি আশ্বস্ত হয়।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 1:

"আল্লাহর নামে - পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এই আয়াতটি ইচ্ছাপূরণের ধারণাকেও দূর করে যার মাধ্যমে একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা এড়িয়ে যেতে পারে এবং এখনও উভয় জগতে তাঁর করুণা ও ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা করে। আয়াতের বিন্যাস ইঙ্গিত করে

যে, যখন কেউ মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার নিয়ত ও বাস্তব সংগ্রামের সাথে প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে, তখন তারা পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ লাভ করবে।

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা যদি পরম করুণাময়ের কাছ থেকে করুণা পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই অন্যদের প্রতি দয়া দেখাতে হবে। সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি অবশ্যই অন্যদেরকে সমর্থন ও সাহায্য করার মাধ্যমে দেখানো উচিত যা তাদের উপায় অনুসারে, মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তার মতো মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে খুশি। . এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

মূল আয়াতটি এমন বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, যেটিতে কেউ মহান আল্লাহর নামে, করুণা ও নম্রতার সাথে প্রবেশ করে। জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে , মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন। সুতরাং, অন্যকে তাদের সুবিধা নিতে না দিয়ে তাদের সাধারণ আচরণ হিসাবে ভদ্রতা ও করুণাকে অবলম্বন করতে হবে, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার শিক্ষা দেয়। অন্যদেরকে তাদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে করুণা ও সহানুভূতির সাথে আচরণ করতে হবে এই আশায় যে তাদের দোষ-ত্রুটি মহান আল্লাহ তায়ালা উপেক্ষা করবেন এবং অন্যদেরকে তাদের সুবিধা নেওয়া থেকে বিরত রাখবেন। যে ব্যক্তি ভদ্রতাকে তাদের পথ হিসাবে গ্রহণ করবে সে দেখতে পাবে যে লোকেরা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই তাদের সমর্থন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত, যেমন কাজের সহকর্মী এবং এটি উভয় জগতেই ঐশ্বরিক রহমত লাভের দিকে পরিচালিত করবে।

প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি তার পছন্দ ছাড়াই প্রবেশ করে যা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু মূল আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, যখন তারা মহান আল্লাহর নামে একটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে, তখন তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে পরম করুণাময় তাদের জন্য সেই পরিস্থিতি নির্ধারণ করেছেন। এটি একজনকে ধৈর্যের সাথে অসুবিধার মুখোমুখি হতে সাহায্য করে, পরম করুণাময়কে জেনে শুধুমাত্র এমন কিছু নির্ধারণ করবে যা একজন ব্যক্তির জন্য উপকারী, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। তাই কঠিন পরিস্থিতির সূচনা থেকেই ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে, কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলতে হবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। তারা যে পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করে তা যদি ভাল হয়, তবে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করতে হবে, স্বীকার করে যে এটি পরম করুণাময়ের দ্বারা তাদের দেওয়া কিছু ছিল। এই স্বীকৃতির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তিনি যে আশীর্বাদগুলো দিয়েছেন তা ব্যবহার করে তাকে খুশি করার উপায়ে। এতে বরকত ও রহমত বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মূল আয়াতটিও ইঙ্গিত করে যে সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর মূল লক্ষ্য তাদের করুণা প্রদর্শন করা। অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে যা ঈশ্বরকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হিসাবে চিত্রিত করে, ইসলাম আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ককে করুণাময় হিসাবে বর্ণনা করে। এটা ইঙ্গিত করে যে, মহান, পরম করুণাময়, ইসলাম নামক আল্লাহ কর্তৃক

মানবজাতির জন্য মনোনীত আচরণবিধির নরম ও সহজ-সরল প্রকৃতি। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

মহান আল্লাহ প্রদত্ত বাধ্যবাধকতা এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি মাত্র কয়েকটি এবং সকলেরই লক্ষ্য একজন মুসলমানের জীবনকে উপকৃত করা। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে এবং তাই ইসলামের শিক্ষাগুলিকে মেনে চলে সে উভয় জগতেই রহমত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভ করবে, যদিও সে পথে কিছু কষ্টের সম্মুখীন হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ এইভাবে চেষ্টা করে এবং মহান আল্লাহর নাম নিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে, তখন তারা দেখতে পাবে যে পরম করুণাময় তাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দেন। অধ্যায় 92 আল লায়ল, আয়াত 5-7:

“ যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে। এবং সর্বোত্তম [পুরস্কারে] বিশ্বাস করে। আমরা তাকে স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সহজ করে দেব।”

অধ্যায় 1 - আল ফাতিহা, আয়াত 2

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

"[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।"

"[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।"

প্রশংসা শব্দটি একটি বিশেষ্য আকারে এবং একটি ক্রিয়াপদ নয়। এটি স্থায়ীত্ব নির্দেশ করে, যার অর্থ হল সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, অনন্তকালের জন্য, শুরু বা শেষ ছাড়াই। তদ্ব্যতীত, একটি বিশেষ্য ব্যবহার করে কর্মের একজন কর্তার প্রয়োজনীয়তা দূর করে, যা একটি ক্রিয়াপদ প্রয়োজন। এটা ইঙ্গিত করে যে, সৃষ্টির কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রশংসা না করে, তবুও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই হবে। অর্থ, মহান আল্লাহর অসীম ও ঐশী মর্যাদার সাথে সৃষ্টির প্রশংসা ও ইবাদতের কোনো প্রভাব নেই। এটি সহীহ মুসলিম, 6572 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে ব্যক্তি চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বজগতের অভাবমুক্ত।"

এই সবই অহংকার পরিহার করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যখন একজন মহান আল্লাহর প্রশংসা ও উপাসনা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই সত্যটি বুঝতে হবে যে তাদের মহান আল্লাহর প্রশংসা কেবল তাদেরই উপকার করে এবং মহান আল্লাহর এর কোন প্রয়োজন নেই।

উপরন্তু, মূল আয়াতটি একজন মুসলিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের নিজের মধ্যে বা বাকি সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া প্রশংসনীয় কিছু মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ

দেয়নি, তাই সমস্ত প্রশংসা ফিরে আসে এবং একমাত্র তাঁরই। এই সত্যকে স্বীকার করা একজনকে অহংকারের মারাত্মক পাপ থেকেও বিরত রাখে, যার একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

অবশেষে, অহংকারও পরিহার করা হয় যখন কেউ বুঝতে পারে যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সুযোগ তাঁর কাছ থেকে আসে।

প্রশংসার জন্য চারটি কারণই মহান আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়, যার মধ্যে যে কোনো একটির অধিকারী হয় সে শুধু তাই করে যেভাবে মহান আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। অতএব, একমাত্র তিনিই প্রশংসার যোগ্য। চারটি কারণ হল: প্রশংসিত ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা এবং ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকে। প্রশংসিত ব্যক্তি অন্যের প্রতি উপকার করেছে এবং তারা যে প্রশংসা পেয়েছে তা কৃতজ্ঞতা। যে প্রশংসা করে সে যার প্রশংসা করে তার কাছ থেকে অনুগ্রহের আশা করে। অবশেষে, প্রশংসিত ব্যক্তি এমন গুণাবলীর অধিকারী যা প্রশংসার দাবি রাখে, যেমন শক্তি এবং ক্ষমতা।

একজন ব্যক্তি অন্যদের প্রতি একটি উপকার করে কারণ তারা সর্বদা তাদের কাছ থেকে বা অন্যের কাছ থেকে কোনো না কোনো প্রত্যাবর্তন চায়, এই প্রত্যাবর্তন ঐশ্বরিক পুরস্কার, মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা, একটি অনুগ্রহ শোধ করা বা নিজেকে কৃপণ হিসাবে চিহ্নিত করা থেকে রক্ষা করা। যে ব্যক্তি তারা যা করে তার জন্য ফেরত চায় সে তাই একজন উপকারকারী নয় এবং তাই সত্যিই প্রশংসার যোগ্য নয়, কারণ তাদের উদ্দেশ্য তারা যে অনুগ্রহের জন্য ফেরত চায় তা মুক্ত নয়। অথচ, মহান আল্লাহ এসব কারণে সৃষ্টিকে অসংখ্য ও অবিরাম নিয়ামত দান করেন না।

কারণটি পূর্ববর্তী আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে, যথা, কারণ তিনি পরম করুণাময় এবং পরম করুণাময় । অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 1:

"আল্লাহর নামে - পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

মহান আল্লাহ, সৃষ্টিকে আশীর্বাদ দান করে কোন উপকার পান না এবং তাই তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য।

উপরন্তু, মূল আয়াতটি আল্লাহ, মহানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস গ্রহণের প্রথম ধাপকে নির্দেশ করে, যেমন, মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তিনি একজন ব্যক্তিকে যে অগণিত এবং ক্রমাগত আশীর্বাদ প্রদান করেন তার জন্য। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 34:

“...এবং যদি আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ [অর্থাৎ নেয়ামত] গণনা করতে চান তবে আপনি সেগুলি গণনা করতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে, মানবজাতি [সাধারণত] সবচেয়ে অন্যায়কারী এবং অকৃতজ্ঞ।"

পবিত্র কুরআন প্রায়শই মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমার্থকভাবে ব্যবহার করে। অর্থ, যতক্ষণ না তারা কার্যত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

না করে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হল যখন একজন ব্যক্তি সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের সমস্ত কথাবার্তা এবং কাজে একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ করে। তারা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা দাবি করে না। কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। পরিশেষে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করা এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আরও আশীর্বাদ লাভের জন্য এগুলি প্রয়োজনীয় শর্ত, যা ইসলামের কয়েকটি বাধ্যতামূলক কর্তব্যের বাইরে যায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2:

"[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।"

যখন কেউ মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করে তার অর্থ তারা তাঁর ইবাদত এবং আনুগত্য উভয়কেই গ্রহণ করেছে। উপাসনার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত আচার-অনুষ্ঠান এবং আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা, যেমন একজনের সময়, মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এমনভাবে জীবনযাপন করবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যেমন বৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করা। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলমান মহান আল্লাহকে উপাসনা করতে পারদর্শী, যেমন পাঁচটি ফরয দৈনিক নামাজ, কিন্তু তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মহান আল্লাহকে মানতে অস্বীকার করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মহান আল্লাহকে নিজের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করার বিরোধিতা করে, একজন প্রভু হিসাবে উপাসনা ও আনুগত্য উভয়ই করা হয়।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সৃষ্টির শাসক হিসেবে নিজেকে বা অন্যদের খুশি করার লক্ষ্যে তাঁর অবাধ্য হওয়ার কোন মানে হয় না। যেহেতু মহান আল্লাহর সৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যার মধ্যে একজনের হৃদয়, শান্তির স্থান রয়েছে, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন যে কে উভয় জগতে শান্তি ও মঙ্গল পাবে। তাঁর অবাধ্যতার মাধ্যমে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পাওয়া যাবে না তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নিয়ামত ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে মান্য করার চেষ্টা করে, সে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদি কেউ তার প্রভুত্বে সন্তুষ্ট না হয়, যদিও তারা এর থেকে লাভ ছাড়া কিছুই পায় না, তবে তাদের উচিত এমন একটি দেশ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যা তাঁর দ্বারা শাসিত নয়।

যখন কেউ স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা শান্তি এবং ভারসাম্য লক্ষ্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, সৃষ্টিকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জলচক্রটি পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ। কেউ সূর্যের উদয় এবং অস্তের মধ্যে একটি ভারসাম্য দেখতে পাবে, যা মানুষকে সময় বলতে, তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি সহজে নির্ধারণ করতে এবং রাতে বিশ্রাম করতে দেয়। এই সমস্ত ভারসাম্য এবং শান্তি এই সত্যের মধ্যে নিহিত যে সমস্ত কিছু

আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্য করে, যিনি তাদের সকলের পালনকর্তা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 44:

" সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যে তা [আল্লাহকে] তাঁর প্রশংসার দ্বারা মহিমান্বিত করে, কিন্তু আপনি তাদের [প্রশংসা করার পদ্ধতি] বোঝেন না..."

এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য বাকি সৃষ্টির সাথে যোগ দেয়, তখন তারাও মন ও দেহের ভারসাম্য লাভ করবে। এই ভারসাম্য একজন ব্যক্তির জন্য মানসিক এবং শরীরের শান্তি এবং সমগ্র সমাজের জন্য সাধারণ শান্তি এবং সুস্থতার দিকে পরিচালিত করে। মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তাঁর আনুগত্য করাকে বোঝায়, নিজের ইচ্ছা, কথা ও কর্মের মাধ্যমে, তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2:

"[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।"

এই আয়াতটি সৃষ্টির উপাসনার বৈধতা দূর করে। এর কারণ হলো কেউ সৃষ্টির কোনো কিছুর পূজা করে শুধুমাত্র তার মধ্যে পাওয়া সৌন্দর্য ও গুণের কারণে। কিন্তু এই সৌন্দর্য বা গুণটি সৃষ্ট সত্ত্বার মধ্যে জন্মগতভাবে পাওয়া যায় না, বরং এটি মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউই দান করেছেন। অতএব, প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী সৃষ্ট বস্তু ইবাদতের যোগ্য নয়। একমাত্র তিনিই যিনি সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে এই গুণগুলো দান করেছেন অর্থাৎ মহান আল্লাহ।

যদিও সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, এর অর্থ এই নয় যে অন্য কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে মানুষের কাছে আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন, যেমন তার পিতা-মাতা। অতএব, এই উপায়গুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হল কল্যাণের উৎস অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অতএব, একজনকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, তাদের উপায় অনুসারে , তারা যে কোনো সাহায্য বা সাহায্যের জন্য তাদের অফার করে, এমনকি যদি তা শুধুমাত্র তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাই হয়। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 216 নম্বর হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি দিক, যা ফলস্বরূপ নিয়ামত বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

যেহেতু মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক, তাই তাকে অবশ্যই সর্বদা আনুগত্য করতে হবে এবং কখনই অবাধ্য হতে হবে না। একজন মুসলমানকে তাই অন্যদের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হবে যদি তা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত থাকে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বকে স্বীকার করার মধ্যে রয়েছে তাঁর কাছে নিজের দাসত্ব স্বীকার করা। এটি নিজেই একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে একজন মুসলমানকে তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি নিজেরাই নির্ধারণ করতে হবে না বরং তাদের অবশ্যই তাদের পালনকর্তা, মহান আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা ও নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে নিজের দাসত্ব ঘোষণা করা এবং তারপর তাদের পালনকর্তা ও প্রভুর দেওয়া আচরণবিধি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়ে এটিকে কার্যত উপেক্ষা করা মুনাফিক।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2:

"[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।"

যেহেতু মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের পালনকর্তা, এর অর্থ হল তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির মালিক। যখন একজন মুসলিম বুঝতে পারে যে তারা এবং তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ মহান আল্লাহর সম্পত্তি, তখন তাদের প্রভু ও মালিককে খুশি করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা সহজ হয়ে যায়। লোকেরা প্রায়শই তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, কারণ তারা মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করে যে এই আশীর্বাদগুলি তাদের দ্বারা অর্জিত হয়েছিল এবং তাই তাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মূল আয়াতটি এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সংশোধন করে যাতে কেউ বুঝতে পারে যে তারা তাদের প্রকৃত মালিককে খুশি করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে। এটি একই রকম যে কীভাবে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র মালিককে খুশি করার জন্য অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা জিনিস ব্যবহার করেন। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করে তখন তারা তাদের প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদ উপভোগ করবে এবং উভয় জগতে তাদের দ্বারা মানসিক ও শরীরের শান্তি পাবে, কারণ তারা সত্যই সমস্ত আশীর্বাদের মালিক মহান আল্লাহকে স্মরণ করেছে। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

উপরন্তু, যখন কেউ আকাশ ও পৃথিবীর উপর চিন্তা করে তখন তারা স্পষ্টভাবে মহান আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্ব লক্ষ্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ দিন এবং রাতের উপর প্রতিফলন করে এবং তারা কতটা নিখুঁতভাবে সুসংগত হয়, তারা বুঝতে পারবে যে এটি একটি এলোমেলো ঘটনা নয় যার অর্থ, একটি শক্তি আছে যা এই নিখুঁত সমন্বয় নিশ্চিত করে। পৃথিবী সূর্য থেকে নিখুঁত দূরত্বে রয়েছে। পৃথিবী যদি সূর্যের আরও কাছে বা কাছাকাছি থাকত তাহলে তা বসবাসের অযোগ্য হতো না। একইভাবে, জলচক্র, যা এসিড বৃষ্টি তৈরির জন্য সমুদ্র এবং মহাসাগর থেকে

বাষ্পীভূত জলের ঘনীভবনকে জড়িত করে, যা পাহাড় এবং শিলা দ্বারা নিরপেক্ষ হয়, এটি একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ চক্র। মানে, এটা দৈবক্রমে ঘটতে পারে না। পৃথিবী এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল যাতে একটি দুর্বল বীজ গাছপালা, ফসল এবং গাছপালা সরবরাহ করার জন্য এটির মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং প্রবেশ করতে পারে তবে একই পৃথিবী ভারী ভবন নির্মাণে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। সমুদ্রের নিখুঁত ঘনত্ব রয়েছে যাতে জাহাজগুলিকে তাদের উপরে যাত্রা করতে দেয় এবং তাদের মধ্যে সমুদ্রের জীবন থাকতে দেয়। স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক ঘটনা এলোমেলো হতে পারে না। উপরন্তু, যদি কেউ দিন এবং রাতের নিখুঁত সময় এবং সমন্বয়ের উপর চিন্তা করে, তবে তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে এটি ইঙ্গিত করে যে একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। যদি একাধিক ঈশ্বর থাকত, তবে প্রতিটি ঈশ্বর তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী রাত ও দিনকে ঘটতে নির্দেশ দিতেন। এটি সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে, কারণ একজন ঈশ্বর সূর্য উদিত হতে পারেন যেখানে অন্য ঈশ্বর রাত্রি অব্যাহত রাখতে পারেন। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন এবং নিখুঁত ব্যবস্থা পাওয়া যায় তা প্রমাণ করে যে একমাত্র আল্লাহ আছেন, নাম আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

যেমন একটি দেশে দুই রাজা থাকতে পারে না, যেমন তারা নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার জন্য লড়াই করবে, তেমনি একের বেশি ঈশ্বর থাকতে পারে না। এছাড়াও, ঈশ্বরের সংজ্ঞা হল যে তারা হলেন সর্বোচ্চ, চূড়ান্ত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা। যদি একাধিক থাকত, তবে তাদের কেউই ঈশ্বর হবে না, কারণ ঈশ্বরের প্রকৃত সংজ্ঞা শুধুমাত্র একজনের জন্যই প্রযোজ্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 42:

" বলুন, যদি তাঁর সাথে [অন্যান্য] উপাস্য থাকত, যেমনটি তারা বলে, তবে তারা [প্রত্যেক] আরশের মালিকের কাছে পথ খুঁজত।"

এবং অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 91:

"আল্লাহ কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে কোন উপাস্যও ছিল না। [যদি থাকত], তবে প্রতিটি দেবতা যা সৃষ্টি করেছে তা গ্রহণ করত এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যকে জয় করতে [সচেষ্ট] হত। তারা যা বর্ণনা করে আল্লাহ তার থেকে উর্ধ্বে।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2:

"[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।"

উপরন্তু, এই আয়াতটি একজন মুসলিমকে সর্বদা সমস্ত অসুবিধা এবং পরীক্ষা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ তিনিই

একমাত্র যিনি তাদের মুক্তি দিতে পারেন কারণ তিনি একাই সৃষ্টির বিষয়গুলি পরিচালনা করেন। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

এই আশ্রয় লাভের অর্থ হল আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা, তিনি যে আশীর্বাদ দান করেছেন তা ব্যবহার করে তাকে খুশি করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে।

তদুপরি, মহান আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রভু, একাই সৃষ্টির বিষয়গুলি পরিচালনা করেন, তাই মানুষের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কখনই অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টির কিছুই ঘটে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."

সুতরাং একজনের মুখোমুখি হওয়া যাই হোক না কেন, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে, তাদের উচিত আন্তরিকভাবে তাঁর প্রতি আনুগত্য করা,

জেনে রাখা যে তিনি সর্বদা জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম কী তা নির্ধারণ করেন, এমনকি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হলেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই বাস্তবতাকে বাস্তবায়িত করা মানুষকে সৃষ্টির প্রতি ভয় ও আশা করা থেকে বিরত রাখে, যা প্রায়শই মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। কেউ বরং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে, তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, এমনকি সৃষ্টি যদি তাদের বিরুদ্ধে যায়, কারণ তারা জানে যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তাদের বা অন্যদের কিছুই ঘটে না। শ্রেষ্ঠ অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

"আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."

কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর উপর আশা রাখতে হবে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে এবং তারপর তাঁর সাহায্য ও করুণার প্রত্যাশা করে। যেহেতু ইচ্ছাকৃত চিন্তা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে জড়িত,

ইসলামে এর কোন মূল্য নেই। অথচ মহান আল্লাহর প্রতি আশা সর্বদা তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ। অর্থ, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যসমূহ শেখার ও আমল করার চেষ্টা করে, যে নিয়ামতগুলিকে ব্যবহার করার দিকে পরিচালিত করে, তাকে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপায়ে দেওয়া হয়েছে। তারা যে গুনাহ করে তা থেকে অনুতপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই মহান আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের আশা করার শর্ত পূরণ করে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে এই দুটি মনোভাবের পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2:

"[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।"

যেহেতু প্রভু শব্দটি টিকিয়ে রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ বিশ্বকে সৃষ্টি করেননি এবং পরে তা পরিত্যাগ করেননি। একজন জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ রাজা যেমন তার প্রজাদেরকে জবাবদিহি না করে তার প্রজাদের তার অবাধ্যতা এবং আইন ভঙ্গ করার অনুমতি দেবেন না, তেমনি মহান আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালকও দেবেন না। মহান আল্লাহকে অমান্য করার তাৎক্ষণিক পরিণতি কেউ দেখতে পায় না, তার মানে এই নয় যে তারা কোনো পরিণতি নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পরিণতিগুলি একজনের জীবদ্দশায় ঘটে তবে অজ্ঞতার কারণে বা এগুলি প্রায়শই সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে, কেউ সেগুলি উপলব্ধি করতে এবং চিনতে পারে না। অথচ বিচার দিবসে কর্মের পরিণাম স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, অবকাশ গ্রহণ করা উচিত, মহান আল্লাহ মানুষকে ইহকাল ও

পরকালে শাস্তি দেওয়ার আগে তাদের অন্যায় থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য দান করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 61:

" এবং যদি আল্লাহ মানুষের উপর তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তবে তিনি এর উপর [অর্থাৎ, পৃথিবীর] কোন প্রাণীকে ছেড়ে দিতেন না, তবে তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে দেন। আর যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা এক ঘণ্টাও পিছিয়ে থাকবে না এবং অগ্রসরও হবে না।"

পরিশেষে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর প্রশংসা শুরু করে এবং এই জগতের সাথে যুক্ত জীবনের অধ্যায়টিও তাঁর প্রশংসার মাধ্যমে শেষ হবে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 10:

"...এবং তাদের শেষ ডাকটি হবে, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, বিশ্বজগতের প্রতিপালক!"

যেহেতু শুরু এবং শেষটি মহান আল্লাহর প্রশংসা করার সাথে যুক্ত, এটি ইঙ্গিত দেয় যে এর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু তাঁর প্রশংসা এবং ধন্যবাদের সাথে সংযুক্ত হওয়া উচিত। অর্থ, এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করা। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার

সঠিকভাবে পালন করছে। এটি উভয় জগতে একটি প্রশংসনীয় এবং বরকতময় জীবনের দিকে পরিচালিত করবে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান। "

যেখানে, যিনি এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হন তিনি সেই কর্মচারীর মতো যিনি কর্মক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার পরে চাকরিচ্যুত হন। যে ব্যক্তি তাদের কাজ থেকে বরখাস্ত হয় সে কেবল তাদের চাকরি হারাবে কিন্তু মহান আল্লাহ যাকে বরখাস্ত করেন, তিনি উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য হারাবেন, তারা যতই পার্থিব আশীর্বাদ সঞ্চয় ও উপভোগ করতে পরিচালনা করুক না কেন। পার্থিব সাফল্য উভয় জগতেই তাদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগের উৎস হয়ে উঠবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

" সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

এবং c hapter 20 Taha, আয়াত 124-126:

“এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব। সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 1 - আল ফাতিহা, আয়াত 3

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣

"পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

"পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এই আয়াতটি এই সত্য থেকে সৃষ্ট ভয়কে ভারসাম্যপূর্ণ করে যে মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক, যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2:

"[সমস্ত] প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।"

একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর ভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, কারণ এটি তাঁর অবাধ্যতাকে বাধা দেয় এবং মহান আল্লাহর প্রতি আশা রাখে, যা একজনকে তাঁর আনুগত্য করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। যেহেতু একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন, তাই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে একজনকে প্রায়শই মহান আল্লাহর ভয়ের দিকে ঝুঁকতে হবে, যাতে কেউ তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে। কিন্তু কষ্টের সময় এবং বিশেষ করে মৃত্যুর সময়, মহান আল্লাহর প্রতি আশার দিকে ঝুঁকতে হবে, যেমনটি সহীহ শরীফে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ দিয়েছেন । মুসলিম, নম্বর 2877। কঠিন সময়ে এবং বিশেষ করে মৃত্যুর সময়, একজন ব্যক্তির পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তাই মহান আল্লাহর উপর আশা রাখা পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি এই ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে সে দেখতে পাবে যে মহান আল্লাহ তাদের আশা ও ভয়ের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেন। সহীহ বুখারী, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তারা যদি পরম করুণাময়ের কাছ থেকে করুণা পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই অন্যদের প্রতি দয়া দেখাতে হবে। সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি অবশ্যই অন্যদেরকে সমর্থন ও সাহায্য করার মাধ্যমে দেখানো উচিত যা তাদের উপায় অনুসারে, মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তার মতো মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে খুশি। . এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমনভাবে আচরণ করে যে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

মূল আয়াতটি, যা পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহর প্রভুত্বের কথা উল্লেখ করে, এটিও ইঙ্গিত করে যে সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর মূল লক্ষ্য তাদের করুণা প্রদর্শন করা। অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে যা ঈশ্বরকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হিসাবে চিত্রিত করে, ইসলাম আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ককে করুণাময় হিসাবে বর্ণনা করে। এটা ইঙ্গিত করে যে, মহান, পরম করুণাময়, ইসলাম নামক আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির জন্য মনোনীত আচরণবিধির নরম ও সহজ-সরল প্রকৃতি। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

মহান আল্লাহ প্রদত্ত বাধ্যবাধকতা এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি মাত্র কয়েকটি এবং সকলেরই লক্ষ্য একজন মুসলমানের জীবনকে উপকৃত করা। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বোঝে এবং তাই ইসলামের শিক্ষাগুলিকে মেনে চলে সে উভয় জগতেই রহমত ও

স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভ করবে, যদিও সে পথে কিছু কষ্টের সম্মুখীন হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যেহেতু আল্লাহ, পরাক্রমশালী এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক রহমতের একটি, অন্যথায় যখন তারা পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ ও অধ্যয়ন করে যা জাহান্নামকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে তখন তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই আয়াতগুলি কেবলমাত্র একজনের দ্বারা প্রদত্ত একটি সতর্কবাণী, যিনি তাঁর সৃষ্টির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেন, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তির দ্বারা আসন্ন এবং গুরুতর বিপদের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। সতর্কতাগুলি মানসিকভাবে একজন ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারে তবে তারা এখনও সতর্ককারীকে ধন্যবাদ জানাবে, কারণ তাদের সতর্কতাগুলি তাদের বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে। মহান আল্লাহ জাহান্নামের বিষয়ে নীরব থাকতে পারতেন বা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করতে পারতেন কিন্তু তিনি যেমন মানুষদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহতা থেকে বাঁচাতে চান, তিনি বারবার তাদের এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এই বিশ্বাসে ঠকানো উচিত নয় যে, মহান আল্লাহ যদি এতই করুণাময় হতেন, তাহলে তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি করতেন না। এটি একটি মূর্খ মনোভাব কারণ সৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন একটি উদ্দেশ্য যা শাস্তির উপস্থিতি ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। উপরন্তু, মহান আল্লাহ যদি মন্দ কাজকারীর সাথে সৎকর্মকর্তার মত আচরণ করেন, তাহলে তা তাঁর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

" নাকি যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 3:

"পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

যেহেতু শেষ আয়াতটি নির্দেশ করে যে বিশ্বজগতের পালনকর্তা, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আচরণবিধি নির্ধারণ করেন না যে সৃষ্টিকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে, তাই মূল আয়াতটি নির্দেশ করে যে এই আচরণবিধিটি করুণা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ভিত্তি করে। অর্থ, এই আচরণবিধির প্রতিটি দিক মানুষের প্রকৃতির সাথে খাপ খায় এবং সর্বদা তাদের উপকার করে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

এবং গ অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অধ্যায় 1 - আল ফাতিহা, আয়াত 4

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤

"প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

"প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

মহান আল্লাহ, সমস্ত কিছু এবং দিনের সার্বভৌম, তবুও বিচারের দিনটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ সৃষ্টির কেউই সেদিন তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করবে না, যদিও তারা এই পৃথিবীতে এটিকে অস্বীকার করে। যে ব্যক্তি আজ তাঁর সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করে তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি শান্তি ও সন্তুষ্টি দান করবেন। বিচার দিবসে সার্বভৌম। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে এবং প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করে নিজের বা অন্যদের সার্বভৌমত্ব প্রদানের চেষ্টা করে, সে এই পৃথিবীতে পরাজিত হবে এবং বিচারের দিন মহান আল্লাহর দ্বারা চূর্ণ হবে। জিনিস অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যেহেতু মহান আল্লাহই একমাত্র বিচারক যিনি সৃষ্টিকে তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন, এটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি থেকে পালানোর কোন সম্ভাব্য উপায় নেই, যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান, কোন ভুল হওয়ার কোন উপায় নেই। যেখানে একজনের পাপ বা সৎকাজকে বিবেচনায় নেওয়া হয় না, যেহেতু মহান

আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, সেখানে ঘুষ দেওয়ার কোনো উপায় নেই , কারণ আল্লাহ, মহান, ন্যায়পরায়ণ। অতএব, যেহেতু একজনের দায়বদ্ধতার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে, একজনকে কার্যত এর জন্য প্রস্তুত করা উচিত। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

মূল আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে সার্বভৌম কর্তৃক যে কোন সামাজিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব দান করা হয়েছে, তা অবশ্যই তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে, অন্যথায় তারা যেদিন তাদের সমস্ত সামাজিক প্রভাব হারাবে, সেই দিন মহান আল্লাহর কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এবং কর্তৃত্ব। একজন রাজার দূত যেমন রাজা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে, যখন তারা তার কাছে ফিরে আসবে তখন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, একইভাবে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া কর্তৃত্ব ও সামাজিক প্রভাবের অপব্যবহার করবে সে তার পরিণতি ভোগ করবে। কর্ম, তাড়াতাড়ি বা পরে। যেহেতু মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু ধরণের কর্তৃত্ব দিয়েছেন, যেমন তার নিজের শরীরের উপর কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য পার্থিব নিয়ামত, কেউ এই জবাবদিহি থেকে মুক্ত নয়।

এই আয়াতটি এই পৃথিবীতে একজনের জীবনের মূল উদ্দেশ্যকেও নির্দেশ করে: মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত করা। তাই একজনকে অবশ্যই এই অনিবার্য সভার প্রস্তুতিকে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে, বিশেষ করে যেগুলি ঘটতে পারে না, যেমন একজনের অবসর গ্রহণ। যেভাবে একজন ব্যক্তি ব্যবসায়িক সভার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয় সে সম্ভবত তাদের লক্ষ্যে ব্যর্থ হবে, তেমনি যে ব্যক্তি বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 111:

“এবং সমস্ত মুখ চিরজীবী, সর্বদা স্থায়িত্বশীলের সামনে বিনীত হবে। আর যারা অন্যায়ের বোঝা চাপা পড়ে তারা ক্ষতির মধ্যে পড়বে।"

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ, মহান আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে তাদের জবাবদিহির জন্য কার্যত প্রস্তুত হতে হবে। পরবর্তীটি মনে রাখা অত্যাবশ্যক, কারণ কেউ কেউ প্রায়শই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে আচরণ করার গুরুত্বকে অবহেলা করে এবং এখনও বিশ্বাস করে যে তারা বিচারের দিনে সফল হবে। একজন অত্যাচারীকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার তাদের প্রথমে ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে, যা সম্ভবত ফলাফল, যেহেতু মানুষ ততটা দয়ালু নয়, তাহলে অত্যাচারী তাদের ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নিপীড়ক তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে বিচারের দিনে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে, এমনকি যদি তারা মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে থাকে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মূল আয়াতটি মনে করিয়ে দেয় যে এই পৃথিবীতে নিজেদেরকে তাদের কর্ম ও কথাবার্তার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করতে হবে, কারণ বিচারের দিন তাদের জবাবদিহি করা হবে। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে নিজেদেরকে জবাবদিহি করে, আত্ম-চিন্তা এবং আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের আচরণ উন্নত করার আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করে, সে এই পৃথিবীতে শান্তি পাবে এবং একটি সহজ হিসাব পাবে। বিচারের দিন, যেহেতু তাদের আত্ম-প্রতিফলন তাদেরকে কার্যত বিচারের দিনের জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে

পবিত্র কুরআন এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে তাদের কর্মের বিচার করতে ব্যর্থ হয় সে তাদের কাজ ও কথাবার্তা সংশোধন করবে না এবং তাই সময়ের সাথে সাথে আরও বিপথগামী হবে। এটি তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার কারণ হবে, যা এই পৃথিবীতে একটি কঠিন জীবন এবং পরকালে একটি কঠিন এবং কঠিন হিসাবের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 4:

"প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

বিচার দিবসে নিজের দায়বদ্ধতার বিশ্বাস ও ভয় ব্যতীত এই পৃথিবীর কোন সমাজে শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি যদি একটি সমাজের আইন কাউকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট কঠোর হয়, তবুও সত্য হল যে সবসময় এমন লোক থাকবে যারা এখনও অপরাধ করবে যখন তারা বিশ্বাস করবে যে তারা কোনওভাবে আইনের দায়বদ্ধতা থেকে বাঁচতে পারে, যেমন ঘুষ বা পুলিশকে এড়িয়ে যাওয়া। আরেকটি দিক যা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ নিশ্চিত করে তা হল বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার প্রতি বিশ্বাস এবং ভয়, যা অনিবার্য। যে ব্যক্তি পার্থিব কর্তৃপক্ষকে এড়াতে পারে সে এই ভয়ের মাধ্যমে অপরাধ ও অন্যায় করা থেকে বিরত থাকবে, কারণ তারা জানে যে তারা কখনই বিচার দিবসের মহান, রাজা ও মালিক আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে পালাতে পারবে না।

মহান আল্লাহকে একমাত্র সার্বভৌম হিসাবে গ্রহণ করা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের পরোক্ষ গ্রহণযোগ্যতা। দাসত্বের সারমর্ম হ'ল প্রতিটি পরিস্থিতিতে তার মালিকের আন্তরিকভাবে আনুগত্য করা, তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এমন জীবন পদ্ধতি বেছে নেওয়া যা এই পথের বিরোধিতা করে, মহান আল্লাহর কাছে দাসত্বের দাবিকে অস্বীকার করে। একজন সত্যিকারের বান্দা শুধু তাই করে যা তাদের প্রভু আদেশ করেন। একজন ভৃত্যও নিজের এবং তাদের প্রিয়জনদের প্রতি বিজ্ঞ এবং ন্যায়পরায়ণ প্রভুর পছন্দ এবং ডিক্রিকে গ্রহণ করবে, এটা জেনে যে তিনি একাই বাছাই করেন যে জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি সুস্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, সার্বভৌমত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা অন্য কারো আনুগত্য করলে তারা কখনই সফলতা পাবে না, কারণ সৃষ্টি তাদের সার্বভৌম থেকে রক্ষা করতে পারে না। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 42:

" আর কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর। তিনি তাদের কেবল সেই দিনের জন্য বিলম্বিত করেন যেদিন চোখ তাকাবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে, সে সৃষ্টির নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে, যদিও তা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 4:

"প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

এই আয়াতটি অনুমান করার মূর্খ মনোভাবকেও দূর করে যে কেউ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে, পরে তারা তাঁর অবাধ্য জীবনযাপন করে। বিচারের দিনটি প্রতিদানের দিন, এটি শান্তি তৈরির দিন বা দ্বিতীয় সম্ভাবনার দিন নয়। এই দুনিয়া হল কর্মের স্থান আর আখেরাত হল প্রতিদানের স্থান। তাদের নিজেদের ইচ্ছা, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে তারা কার্যত একটি আচরণবিধি দ্বারা জীবনযাপন করতে পারে এবং বিচারের দিনে তারা সফলতা অর্জন করবে বলে ধারণা করে কাউকে বোকা বানানো উচিত নয়। এটা ইচ্ছাকৃত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়, ইসলামে যার কোন মূল্য নেই। মহান আল্লাহর প্রতি আশা সর্বদা তাঁর আনুগত্যের সাথে আবদ্ধ। অর্থ, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তিনি যে নিয়ামতগুলি দিয়েছেন তা ব্যবহার করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তিনিই সেই ব্যক্তি। যারা সত্যিকার অর্থে আশা করতে পারে, মহান আল্লাহ তাদের ভুলগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে পুরস্কৃত করবেন। নিচের আয়াতটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে একজনকে অবশ্যই প্রতিদানের দিনে ইসলামকে আনতে হবে, কেবল অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস নয়। ইসলাম একটি ব্যবহারিক আচরণবিধি যা প্রভাবিত করে যে কীভাবে একজন ব্যক্তি তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে, এটি কেবল একটি অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস নয়। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যথায় চিন্তা করা শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং উভয় জগতের বিরাট ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পথ অন্বেষণ করে, তা কখনই তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

মূল আয়াতটি ঈমানের নিশ্চিততার গুরুত্বও নির্দেশ করে। আয়াতটি ঘোষণা করে না যে আল্লাহ, মহান, প্রতিদানের দিনের সার্বভৌম হবেন, এটি পরিবর্তে ঘোষণা করে যে তিনি ইতিমধ্যেই প্রতিফল দিবসের সার্বভৌম, যদিও বিচারের দিন এখনও ঘটেনি। এটি ইঙ্গিত করে যে বিচারের দিন এতটাই নিশ্চিত যে এটি ইতিমধ্যেই ঘটেছে। বিচার দিবসের ব্যাপারে একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই নিশ্চিততা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তারা কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের বিশ্বাস মৌখিকভাবে ঘোষণা করবে কিন্তু তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে তা প্রকাশ করবে না। ঈমানের নিশ্চিততা তখন পাওয়া যায় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলো শিখে এবং আমল করে, যাতে দুনিয়ার বাস্তবতা, তাদের উদ্দেশ্য এবং এতে উল্লেখিত অন্যান্য সত্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের এই স্পষ্টতা বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যাবে এবং এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি কার্যত এমনভাবে জীবনযাপন করবে যা নিশ্চিত করে যে তারা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

মূল আয়াতে, মহান আল্লাহ, বিচার দিবসে শুধুমাত্র তাঁর সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়া সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁর সার্বভৌমত্ব এই জড়জগতের উপরেও রয়েছে। এটা ইঙ্গিত করে যে, পার্থিব জিনিস জমা করা, মজুদ করা এবং ভোগ করার চেয়ে বিচার দিবসের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই পৃথিবীতে একজন মুসলমানের লক্ষ্য হল মহান আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য কার্যত প্রস্তুত করা। এর মধ্যে তিনি যে আশীর্বাদগুলো দিয়েছেন তা ব্যবহার করা তাকে খুশি করার উপায়ে জড়িত। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে উভয় জগতে শান্তি দেওয়া হবে, কারণ তারা এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, সে অর্থহীন ও অর্থহীন জীবন অবলম্বন করবে যেখানে তাদের মনের বা দেহের প্রকৃত শান্তি নেই, এমনকি তাদের কাছে আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্ত থাকলেও, কারণ তাদের পার্থিব জিনিসগুলি তাদের জন্য চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে। . অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

" সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 4:

"প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

এই আয়াতটি একজনকে এই মূর্খ বিশ্বাস গ্রহণ করা থেকেও বাধা দেয় যে তারা এই পৃথিবীতে তাদের কর্মের পরিণতি স্বীকার করেনি, এর অর্থ তারা তাদের মুখোমুখি হবে না। প্রত্যেকেই উভয় জগতে তাদের কর্মের ফল ভোগ করবে। এই বিশ্বে, পরিণতিগুলি প্রায়শই সূক্ষ্ম হয় এবং সেইজন্য গাফিলতিরা তাদের মুখের অসুবিধাগুলি যেমন উদ্বেগ, চাপ এবং বিষণ্নতাকে তাদের অবাধ্য কর্মের সাথে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। যেখানে, বিচারের দিন, ব্যক্তির কর্মের পরিণতি স্ফটিক পরিষ্কার করা হবে। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুকে মহান আল্লাহর বার্তা হিসাবে এবং তাদের কর্মের ফল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং প্রয়োজনে তাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং তাদের আচরণ সংশোধন করা উচিত। বিচার দিবসে পৌঁছানোর আগে একজনকে অবশ্যই এই দ্বিতীয় সুযোগগুলি ব্যবহার করতে হবে, যেখানে সার্বভৌম তাদের আর দ্বিতীয় সুযোগ দেবেন না এবং তারা তাদের কর্মের সম্পূর্ণ পরিণতির মুখোমুখি হবে।

মূল আয়াতটিও ইঙ্গিত করে যে প্রতিফলের দিনটি নিশ্চিত হওয়ায় একজনকে একটি সাধারণ জীবনধারা অবলম্বন করে কার্যত এর জন্য প্রস্তুত করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে নিজের সামর্থ্য ও দায়িত্ব অনুযায়ী দুনিয়াতে চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব অপচয়, অযথা ও অনর্থক জিনিস পরিহার করা। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তাদের জবাবদিহিতা যত দীর্ঘ হবে তারা তত বেশি চাপ এবং অসুবিধার মুখোমুখি হবে, এমনকি তাদের জাহান্নামে পাঠানো না হলেও। সহীহ বুখারি, 103 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, বিচার দিবসে মহান আল্লাহ যে ব্যক্তি তাদের আমলের তদন্ত করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। একটি সরল জীবন যাপন একজনকে অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা থেকে বিরত রাখে যার ফলে মন ও শরীরের শান্তি এবং বিচারের দিন সহজ হিসাব পাওয়া যায়। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ নং 4118-এর একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

এই অধ্যায়ের শুরুর আয়াতে পাঁচটি ঐশ্বরিক গুণের কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2-4:

"...আল্লাহ, বিশ্বজগতের পালনকর্তা। পরম করুণাময়, পরম করুণাময়। প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের পালনকর্তা কারণ তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন এবং লালন-পালন করেন। তিনি করুণাময় এবং করুণাময় কারণ তিনি সৃষ্টির জন্য জিনিসগুলিকে সহজ করে দেন, তাদের ভুলগুলি ক্ষমা করেন, তাদের আন্তরিক অনুতাপ গ্রহণ করেন এবং উভয় জগতে তাদের জন্য যা ভাল তা নির্দেশ করেন। তিনি প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম, কারণ তিনি মানবজাতির কর্মের বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ, ন্যায্য এবং করুণাময় পদ্ধতিতে।

যখন কেউ এই পাঁচটি স্বর্গীয় গুণাবলী বুঝতে পারে তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা ও আনুগত্য করার অধিকার নেই। এই সাক্ষ্যটি মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাদকে ব্যবহার করার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, যা তাকে খুশি করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

অবশেষে, প্রতিদানের দিন এমন কিছু যা ঘটতে হবে, এমনকি যুক্তি অনুসারে। যদি কেউ স্বর্গ এবং পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করে তবে তারা একটি সুষম ব্যবস্থার অনেক উদাহরণ স্পষ্টভাবে সনাক্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ, সূর্য পৃথিবী থেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং নিখুঁত দূরত্বে রয়েছে। সূর্য পৃথিবী থেকে ভিন্ন দূরত্বে থাকলে পৃথিবী বাসযোগ্য হতো। জল চক্র একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমের আরেকটি উদাহরণ। এটি সমুদ্র এবং মহাসাগর থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের বাষ্পীভবন জড়িত যা পরে বৃষ্টি তৈরি করতে ঘনীভূত হয়। এই ব্যবস্থা পৃথিবীতে জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। পৃথিবী নিজেই একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল। একদিকে, এটি দুর্বল বীজকে বাড়তে এবং তার পৃষ্ঠে প্রবেশ করতে দেয় যাতে সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করা যায়। অন্যদিকে, পৃথিবী এত ঘন যে এর উপর উঁচু ভবন তৈরি করা যায়, যা অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক। যদি কেউ সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করে তবে তারা স্পষ্টভাবে একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেম সনাক্ত করবে। জলের ভারসাম্যপূর্ণ ঘনত্ব বিশাল জাহাজগুলিকে তার পৃষ্ঠে যাত্রা করার অনুমতি দেয়, যা বাণিজ্য এবং ভ্রমণের জন্য প্রয়োজন, যেখানে সমুদ্রের জীবনকে এর মধ্যে উন্নতি করতে দেয়। কিন্তু এই পৃথিবীতে একটি প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস আছে; মানুষের কর্ম। একজন ব্যক্তি প্রায়শই লক্ষ্য করে যে কিভাবে অত্যাচারীরা এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। অন্যদিকে, এমন অগণিত লোক রয়েছে যারা ধৈর্য সহকারে নিপীড়ন এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয় তবুও তাদের প্রাপ্য সম্পূর্ণ পুরস্কার পায় না। অনেক মুসলমান যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে, তারা প্রায়শই পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং এই পৃথিবীতে পরীক্ষা করে এবং তাদের পুরস্কারের সামান্য অংশ পায় অথচ যারা প্রকাশ্যে মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তারা দুনিয়ার বিলাসিতা ভোগ করে এবং কিছু ক্ষেত্রে কম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। মহান আল্লাহ, মহাবিশ্বে অনেক সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা স্থাপন করবেন না তবুও মানুষের কর্মের মধ্যে পাওয়া ভারসাম্যহীনতাকে অবহেলা করবেন না। মানুষের কর্মের ভারসাম্য স্পষ্টতই এই পৃথিবীতে ঘটে না তাই অন্য সময়ে ঘটতে হবে; প্রতিদানের দিন।

মহান আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে পূর্ণ পুরষ্কার ও শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু তা না করার পেছনে যে একটি হিকমত রয়েছে তা পূর্বের আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থ, অবিলম্বে কাউকে তাদের কৃতকর্ম অনুসারে সম্পূর্ণ শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে, মহান আল্লাহ অনেক সুযোগ দেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 3:

"পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

এবং অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 45:

" আর আল্লাহ যদি মানুষের উপর তাদের উপার্জনের জন্য দোষারোপ করতেন, তবে তিনি তার উপর [অর্থাৎ, পৃথিবীর] কোনো প্রাণীকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পিছিয়ে দেন। আর যখন তাদের সময় আসবে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে সর্বদাই সর্বদ্রষ্টা।"

যারা এই পৃথিবীতে ভালো কাজ করে তাদের তিনি পুরোপুরি পুরস্কৃত করেন না, কারণ এই পৃথিবী জান্নাত নয়। উপরন্তু, অদৃশ্য বিশ্বাস; পরকালে একজন মুসলমানের জন্য পূর্ণ পুরস্কারের অপেক্ষা, ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যে বিশ্বাসই বিশ্বাসকে বিশেষ করে তোলে। এমন কিছুতে বিশ্বাস করা যা গোপন নয় এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, যেমন এই জড়জগতে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করা বিশেষ কিছু হবে না।

বিচারের দিন শুরু করার জন্য, এই জড় জগতের শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। কারণ সব মানুষের কাজ শেষ হলেই শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়া যায়। অতএব, প্রতিফলের দিন অবশ্যই ঘটতে হবে, মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে লক্ষণ অনুসারে, এবং এটি তখনই ঘটবে যখন এই পৃথিবী শেষ হবে।

অধ্যায় 1 - আল ফাতিহা, আয়াত 5

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

যেহেতু মহান আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টি, লালন-পালন করেন এবং সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখেন, তিনিই একমাত্র উপাসনা ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য।

উপাসনা ইবাদতের বাইরেও প্রসারিত, যেমন প্রার্থনা বা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত। ইবাদতের সারমর্ম হল আনুগত্য। অর্থ, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা, প্রতিটি পরিস্থিতির বিষয়ে একজনের মুখোমুখি হওয়া এবং প্রতিটি আশীর্বাদ মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় সে সঠিকভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করেনি, যদিও তারা নামাজ ও রোজা রাখে। যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু আদেশ দেন না যা একজন ব্যক্তি পূরণ করতে পারে না, তাই যদি তারা এই পদ্ধতিতে আন্তরিকভাবে ইবাদত ও আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয় তবে এটি কাউকে কোন অজুহাত ছাড়াই ছেড়ে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

যেহেতু মূল আয়াতের কাঠামোতে উপাসনার আগে মহান আল্লাহকে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে একজনের উপাসনা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর জন্য হয়, পার্থিব জিনিসের জন্য করা হয় না। ইসলামি শিক্ষায় নির্দেশিত বিষয় যেমন

জান্নাতের জন্য মহান আল্লাহকে উপাসনা করা প্রশংসনীয়, তবে অন্য পার্থিব জিনিসের জন্য তাঁর উপাসনা করা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। চরম অদূরদর্শীতা এবং জ্ঞানের অভাবের কারণে, একজন ব্যক্তি জানেন না যে তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল কি। অতএব, পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম, যখন কেউ জানে না যে তাদের জন্য কোনটি সর্বোত্তম। উপরন্তু, যে ব্যক্তি পার্থিব জিনিসের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে, সে প্রায়শই মন খারাপ করে, যদি তারা যা চায় তা না পায়। এটি একজনকে প্রান্তে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা করতে পারে, যেখানে তারা কেবল তখনই খুশি হয় যখন তাদের ইচ্ছা পূরণ হয় এবং যখন এটি ঘটে না তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়। এই ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করে না, যদিও তারা মহান আল্লাহকে সিজদা করে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"আমরা তোমারই উপাসনা করি..."

এখানে ব্যবহৃত দ্বিতীয়-ব্যক্তি সর্বনামটি নির্দেশ করে যে একজনকে বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত, যেখানে তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, যেন তারা তাকে দেখতে পাচ্ছে। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়, যার ফলে ঈমানের নিশ্চিততা আসে। যখন কেউ এই স্তরে পৌঁছাবে, তারা খুব কমই পাপ করবে এবং তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"...এবং আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই।"

এই আয়াতে সাহায্য চাওয়ার জন্য যে আরবি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা বোঝায় যখন একজন তার পূর্ণ প্রচেষ্টাকে একটি পরিস্থিতিতে ফেলে তারপর অন্যের সাহায্য কামনা করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজনকে এমন অলস মনোভাব অবলম্বন করা উচিত নয় যাতে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয় এবং এখনও তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশা করে। এটা ইচ্ছাকৃত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়, ইসলামে যার কোন মূল্য নেই। ইসলামের একটি সরল দর্শন আছে; কেউ তাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী পাবে। যদি তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সামান্য প্রচেষ্টা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, তাহলে তাদের মহান আল্লাহর কাছ থেকে খুব বেশি সমর্থন ও সাহায্য আশা করা উচিত নয়। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 39:

"এবং মানুষের জন্য এমন কিছু নেই যা [ভাল] জন্য সে চেষ্টা করে।"

আলোচ্য মূল আয়াতে সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হয়ে সাধারণ রাখা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে কেউ মহান আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট পার্থিব জিনিস চাওয়া উচিত নয়, কারণ তারা জানে না তাদের জন্য কোনটি সর্বোত্তম। একজন ব্যক্তির যতই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান থাকুক না কেন, তারা সবসময় তাদের পছন্দ এবং ইচ্ছার ফলাফল এবং পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং অজ্ঞ থাকবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অতএব, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি কেবলমাত্র ঐশ্বরিক সাহায্য চাইবেন যা ইসলাম দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছে, যেমন জান্নাত চাওয়া, এবং নির্দিষ্ট পার্থিব জিনিস লাভের জন্য সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র তাদের এবং তাদের প্রিয়জনদের জন্য সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত দেবেন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমরা কখনই আঘাত করব না; তিনি আমাদের অভিভাবক।" আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"

এই বিশ্বাস অর্জিত হয় ঈমানের নিশ্চিততার মাধ্যমে, যা অর্জিত হয় ইসলামী জ্ঞান শেখার ও আমল করার মাধ্যমে।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"...এবং আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই।"

এটি একজনকে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করতে এবং তারপর তাদের সমস্ত বিষয়ে মহান আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করতে উত্সাহিত করে। একজনকে যতটা সম্ভব মানুষের উপর নির্ভর করা এড়ানো উচিত, কারণ লোকেরা প্রায়শই একে অপরকে হতাশ করে। যখন একজন ওভার অন্যদের উপর নির্ভর করে, যেমন তাদের আত্মীয়, তারা শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বারা হতাশ হবে, কারণ কোন ব্যক্তিই নিখুঁত নয়। এটি মানুষের মধ্যে তিক্ততা এবং ভঙ্গুর সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি একজনকে অন্যের অধিকার পূরণ এড়াতে উত্সাহিত করতে পারে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কার্যত চেষ্টা করে, তিনি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে, এবং তারপর তাঁর সাহায্যের উপর নির্ভর করেন, তিনি সমস্ত পরিস্থিতিতে

সঠিকভাবে পরিচালিত হবে, যদিও এটি সুস্পষ্ট না হয়। তাদের অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

যেহেতু বহুবচন রূপটি মানুষের সম্মানে ব্যবহৃত হয়, এটি ইঙ্গিত দেয় যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য নিয়ে কখনও গর্বিত হওয়া উচিত নয়, কারণ তারা মহান আল্লাহর অগণিত আন্তরিক ও একনিষ্ঠ বান্দাদের মধ্যে একজন মাত্র ব্যক্তি, যেমন পরীরা। একজন মুসলিমকে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করার অনুপ্রেরণা, ক্ষমতা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়ে সক্ষম হয়েছে। তাদের অবশ্যই এই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে হবে যে সকল পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য চালিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে তিনি যে আশীর্বাদগুলো দিয়েছেন তা ব্যবহার করা তাকে খুশি করার উপায়ে জড়িত। এতে উভয় জগতে অধিক বরকত হয়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মূল আয়াতটি একজন ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে ঐশ্বরিক সমর্থন ও সাহায্য পাওয়ার শর্তও নির্দেশ করে: মহান আল্লাহর আনুগত্য। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তিনি তাদের প্রতিটি পরিস্থিতি সফলভাবে কাটিয়ে উঠতে ক্ষমতাবান হবেন, যার মধ্যে রয়েছে অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা এবং উভয় জগতেই তাদের আশ্রয় দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তি তিনটি অবস্থা অনুভব করে: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত। একজনের অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কে, আল ফাতিহার অধ্যায়ের 2 এবং 3 নং আয়াত, মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা মহান আল্লাহর কাছে সমস্ত কিছু ঋণী, কারণ তিনি একাই তাদের সৃষ্টি করেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন এবং তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তিনি একাই একজন ব্যক্তির অতীতের পাপ ক্ষমা করতে পারেন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে উভয় জগতের জন্য তাদের জন্য কী উপকারী তা নির্দেশ করতে পারেন। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 2-3:

"[সমস্ত] প্রশংসা আল্লাহর জন্য... পরম করুণাময়, পরম করুণাময়।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহার 4 নং আয়াতটি নির্দেশ করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ একজন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে না, তাই এই অনিবার্য দিনে তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভরশীল। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 4:

"প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।"

এই আয়াতগুলি স্পষ্ট করে যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের সমস্ত অবস্থায় একমাত্র এবং সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আলোচ্য মূল আয়াতটি এই ঘোষণার মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণ করে যে, একমাত্র মহান আল্লাহই আনুগত্য ও উপাসনার যোগ্য এবং একমাত্র তাঁরই কাছ থেকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সাহায্য পেতে পারেন। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

অতএব, যদি একজন মুসলমান তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত যে কোনো অবস্থাতেই খোদায়ী সাহায্য ও আশীর্বাদ পেতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

এই আয়াতটিও ইঙ্গিত করে যে একজনের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

তারা যখন কাঙ্খিত পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তখন এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অর্থ, পার্থিব জিনিষ, যেমন কারো রিযিক লাভের জন্য এই দুনিয়ায় চেষ্টা করা, মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার লক্ষ্য নিয়ে করা উচিত, কারণ এটাই তাদের উদ্দেশ্য। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

তর্কাতীতভাবে, একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করেন, যা মহান আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন, তা হল মানসিক এবং শরীরের শান্তি। লোকেরা এটি বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করতে পারে, যেমন সম্পদ বা খ্যাতি বা পরিবার, তবুও প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানসিক এবং শরীরের শান্তি পাওয়া। মূল আয়াতটি স্পষ্ট করে যে কেউ এই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না, বা অন্য কোন, যদি তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মানতে ব্যর্থ হয়। এর মধ্যে তিনি যে আশীর্বাদগুলো দিয়েছেন তা ব্যবহার করা তাকে খুশি করার উপায়ে জড়িত। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করার জন্য প্রতারিত করা উচিত নয় যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য আন্তরিকভাবে করা, তাকে মানসিক শান্তি থেকে বিরত রাখবে, কারণ এই শান্তি তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণের মধ্যে নিহিত নয়। ধর্মের লক্ষ্য হল স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং অন্যান্য মানসিক ব্যাধিগুলির বোঝা দূর করা যা এই পৃথিবীতে একজনের সমস্ত

ইচ্ছা পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টার পরিণতি। ধর্মের লক্ষ্য হল একজনকে স্বাস্থ্যকর আচরণবিধিতে রাখা, ঠিক যেমন একজন ডাক্তার তাদের রোগীকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিকল্পনায় রাখে। এটা বোঝার জন্য কোন প্রতিভা লাগে না যে এই রোগী যদি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়, তাহলে তারা খারাপ মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে শেষ হবে, যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট ফেইলিওর, হতাশা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যিনি তাদের ডাক্তারের পরিকল্পনা অনুসরণ করেন, এমনকি যদি এটি তাদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে বাধা দেয়, তবে তিনি একটি সুস্থ মন এবং শরীর পাবেন। একইভাবে যে ইসলামের আচরণবিধি মেনে চলবে সে উভয় জগতেই মানসিক ও দেহের শান্তি লাভ করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

ব্যবহৃত বহুবচন রূপটি ঐক্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর অর্থ হল, মুসলমানদের অবশ্যই একটি একক আচরণবিধিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যা রূপরেখা দেয় কিভাবে

মহান আল্লাহকে উপাসনা ও আনুগত্য করতে হবে এবং কিভাবে তাদের সকল বিষয়ে তাঁর সাহায্য চাইতে হবে। এই ঐক্যবদ্ধ দলের প্রধান হলেন সৃষ্টির মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এবং অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

অতএব, একজনকে তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে তাদের নিজস্ব গতিপথ নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত নয় এবং এর পরিবর্তে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের মূলে নেই এমন যে কোনো বিষয় মহান আল্লাহ প্রত্যাখ্যাত হবেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

" আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

মূল আয়াতটিও ইঙ্গিত করে যে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া উচিত, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। অন্যদের সাহায্য তখনই চাওয়া যেতে পারে যখন এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, কারণ এই পৃথিবী এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে মানুষ একে অপরের প্রয়োজন। কিন্তু একজনকে অবশ্যই সেইসব ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে এড়িয়ে চলতে হবে যারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের মধ্যে বাধা হিসেবে কাজ করে এবং আশা করে যে মানুষ তাদের হাত চুম্বন করবে এবং প্রশ্নাতীতভাবে তাদের আনুগত্য করবে যাতে তারা তাদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর সাহায্য পেতে পারে। এটা গোমরাহী, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ, মহান ও সৃষ্টির মধ্যে বাধা ছিলেন না। তারা পথপ্রদর্শক ছিল, যারা সেই পথ দেখিয়েছিল যা মহান আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। অর্থ, তারা মানুষকে শিখিয়েছে কিভাবে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হয় এবং তারা শেখায়নি বা আশাও করেনি যে তারা তাদের খুশি করবে। এটাই হল একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং যারা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের মধ্যে বাধা ও দ্বাররক্ষক হিসেবে কাজ করে তাদের মধ্যে পার্থক্য।

অধ্যায় 1 - আল ফাতিহা, আয়াত 6

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦

"আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"

"আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"

এই আয়াতটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নির্দেশ করে যেটি পাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 5:

"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

সুতরাং, এটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই পৃথিবীতে তাদের মূল লক্ষ্য সম্পদ এবং কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের দিকে পরিচালিত হওয়া নয়, বরং সেই দিকনির্দেশনা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক এবং দেহের শান্তি পাবে। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর মনোনীত পথে যাত্রা করে। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পথ তখনই উপযোগী হয় যখন কেউ এটির নিচে যাত্রা করে। শুধু পথের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা এবং পথ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট নয়। কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য একজনকে কার্যত পথে যাত্রা করতে হবে । অতএব, এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলিকে কার্যত শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ, উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়- আমরা অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করব..."

মূল আয়াতটি আরও স্মরণ করিয়ে দেয় যে সঠিক পথনির্দেশ একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব। এটি মনে রাখা একজনকে অহংকার গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে, যার একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6:

"আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"

যেহেতু এই দোয়াটি পবিত্র কুরআনের প্রথম অধ্যায়ে রাখা হয়েছে, এটি নির্দেশ করে যে সরল পথ যা এর অনুসরণ করে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন। এইভাবে, একজনকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে পবিত্র কুরআন যেমন 1400 বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছিল, এটি আধুনিক বিশ্বে আর প্রযোজ্য নয়। পবিত্র কুরআনের নির্দেশিকা এবং সম্প্রসারণে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের দিকনির্দেশনা চিরকালীন, কারণ সেগুলি মানুষের প্রকৃতি এবং সারাংশের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যদিও পৃথিবীর সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তি, ভাষা এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়, তবুও মানুষের সারমর্ম এবং প্রকৃতি সবসময় একই থাকবে। মানুষের আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা, আচরণগত ধরণ, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা এবং ইচ্ছা সর্বদা একই ছিল এবং কেবল তখনই পরিবর্তন হতে পারে যখন মানুষ একটি ভিন্ন প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়। যেহেতু এটি কখনই ঘটবে না, তাই পবিত্র কুরআনের নির্দেশিকা, যা মানুষের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করে, তাই চিরন্তন। এটি এমন কিছু যা যে কেউ এর শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে এবং আমল করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা এই শিক্ষাগুলিকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে পারে। এটি উভয় জগতের মন ও দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6:

"আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"

সরল পথ হল একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যেখানে একজন ব্যক্তি আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে এবং পরিমিতভাবে দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু যেহেতু একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ জীবন লাভ করা কঠিন, একজনকে সর্বদা এই দুনিয়ার বৈধ আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করার দিকে ঝুঁকতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে কেউ নিরাপদ অঞ্চলের মধ্যে থাকবে, এমনকি যদি তারা মাঝে মাঝে ভ্রমণ করে এবং পাপ করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি হালাল ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয় তার পাপ হওয়ার এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাত উত্তম ও স্থায়ী।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6:

"আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"

কিয়ামতের দিন মানুষকে জাহান্নামের উপর নির্মিত সেতুটি অতিক্রম করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যারা সফলভাবে অতিক্রম করবে তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা পারবে না তারা জাহান্নামে পতিত হবে। অনেক হাদিসে বিচার দিবসের সেতু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারি, ৬৫৭৩ নম্বরে পাওয়া যায়। এই হাদিসটি সতর্ক করে যে, মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী এই সেতুতে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কেউ কেউ তাদের কৃতকর্মের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং অন্যরা সেতু অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছানোর আগে প্রচণ্ড অত্যাচার ও কষ্টের শিকার হবে। অন্যরা কম অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং যারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মেনে চলে তারা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। মনে রাখার বিষয় হল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কতটা সঠিকভাবে সরল পথে হেঁটেছে সেই অনুযায়ী কিয়ামতের সেতু অতিক্রম করবে। যারা এই পৃথিবীতে সরল পথে চলে, তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত নিয়ামত ব্যবহার করে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন তারা অনিবার্যভাবে বিচার দিবসের সেতু অতিক্রম করবে তখন সমস্ত ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যারা এই পৃথিবীতে সরল পথ থেকে বিচ্যুত, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তারা যখন অনিবার্যভাবে বিচার দিবসের সেতু অতিক্রম করবে তখন তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এমনকি যদি একজন মুসলিম আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করে, তবুও তারা আলোচনার মূল আয়াতের মাধ্যমে অবিরামভাবে সঠিক পথনির্দেশের জন্য প্রার্থনা করে। এটি ধীরে ধীরে একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখবে, যার মধ্যে রয়েছে তিনি যে আশীর্বাদগুলি দিয়েছেন তা ব্যবহার করা তাকে খুশি করার উপায়ে, যেমন পবিত্র কুরআনে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। . নিজের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখা এবং আমল করা জড়িত।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6:

"আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"

যেহেতু এই প্রার্থনাটি বহুবচন আকারে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজনের কেবল নিজের সঠিক পথনির্দেশের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয় বরং অন্যদেরকে তাদের নির্ভরশীলদের মতো সরল পথে পৌঁছাতে সহায়তা করা উচিত। একজন পিতামাতাকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে তারা সঠিকভাবে তাদের সন্তানদের সরল পথে পরিচালিত করে। অন্যদেরকে সরল পথে পৌঁছাতে এবং দৃঢ়ভাবে থাকতে সাহায্য করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজনকে নম্রভাবে ভালোর আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা উচিত।

বহুবচন রূপটি সাহচর্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনের সঙ্গী এই পৃথিবীতে যে পথে চলে তার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের সঙ্গীদের আপাত এবং সূক্ষ্ম, ইতিবাচক বা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করবে, যা তাদের জীবনে যে পথটি গ্রহণ করবে তা সরাসরি প্রভাবিত করবে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সঠিক সঙ্গ গ্রহণ করবে যাতে তারা সরল পথে সংগ্রাম করতে উত্সাহিত হয়, যার মূলে রয়েছে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 27-28:

" আর যেদিন জালেম তার হাত কামড়াবে [অনুশোচনায়] সে বলবে, "হায়, আমি যদি রসূলের সাথে একটি পথ গ্রহণ করতাম, হায়, আমার হায়, আমি যদি তাকে বন্ধু হিসাবে না নিতাম। ""

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 6:

"আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।"

মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই প্রত্যেক মানুষকে সঠিক নির্দেশনা চেনার ও অনুসরণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 50:

"তিনি বললেন, "আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন এবং তারপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন।"

কিন্তু মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে সঠিক নির্দেশনা চিনতে ও অনুসরণ করার এই সম্ভাবনাকে কেউ নষ্ট করতে পারে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 51:

"...*নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"*

অতএব, একজনকে কেবল সঠিক নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয় বরং কর্মের মাধ্যমে এটিকে সমর্থন করা উচিত। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর

আমল করার জন্য একজনকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াতে পারে, যার একটি শাখা মানুষের উপর জুলুম করছে। যদি কেউ তাদের প্রার্থনাকে কার্যত সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের কথার প্রকৃত ওজন বা অর্থ থাকবে না। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 10:

"... তাঁর কাছে উত্তম বক্তৃতা আরোহণ করে, এবং সৎ কাজ তা বৃদ্ধি করে। কিন্তু যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং তাদের চক্রান্ত ধ্বংস হয়ে যাবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নামাজের প্রতিটি চক্রে প্রথম অধ্যায় আল ফাতিহা পড়ার প্রতি জোরালোভাবে জোর দিয়েছেন। এটি সুনানে আন নাসাই, 910 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তিকে নিয়মিত তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে: সরল পথ খুঁজে বের করা এবং ভ্রমণ করা, যা উভয় জগতের মানসিক ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। এই নিয়মিত অনুস্মারকটি অত্যাবশ্যক কারণ লোকেরা প্রায়শই উদাসীন এবং পার্থিব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ এটি। অতএব, একজনকে অবশ্যই মৌখিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে তাদের চরম উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যটি তখনই পূর্ণ হয় যখন একজন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা জড়িত। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

অধ্যায় 1 - আল ফাতিহা, 7 এর 7 নং আয়াত

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

"তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

"তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

অধ্যায় 4 আন নিসা, 69 নং আয়াতের সাথে সংযুক্ত :

"আর যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে - তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ দান করেছেন, সত্যের অটল ঘোষণাকারী, শহীদ এবং সৎকর্মশীল..."

এটা স্পষ্ট করে যে, কেউ তখনই সঠিক পথনির্দেশ পাবে যখন তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত।

উপরন্তু, মহানবী (সাঃ) কর্তৃক গৃহীত সঠিক ও সরল পথ চিনতে হলে তাদের জীবন অধ্যয়ন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, বিনোদনের জন্য তাদের জীবন অধ্যয়ন করা উচিত নয়, যেমন তাদের সম্পর্কে আকর্ষণীয় এবং অলৌকিক গল্প শেখা। তাদের কাছ থেকে নির্দেশনা

পাওয়ার জন্য একজনকে তাদের জীবন সম্পর্কে শিখতে হবে, যাতে তারা যে সোজা পথে নেমেছিল সেভাবেই তারা যাত্রা করতে পারে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 89-90:

“ এরাই তারা যাদেরকে আমি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দিয়েছি... তারাই যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন, তাই তাদের হেদায়েত থেকে একটি উদাহরণ নিন...”

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 7:

"তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ..."

যেহেতু অনুপ্রেরণা, শক্তি, জ্ঞান এবং সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে, তাই কখনোই অহংকার অবলম্বন করা উচিত নয়। অহংকার শুধুমাত্র একজনকে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা করতে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উত্সাহিত করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার কেবল একজনকে সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে বাধ্য করে এবং তাই এ থেকে বিরত থাকতে হবে।

মূল আয়াতটিও নির্দেশ করে যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃত অনুগ্রহ হল সরল পথের নির্দেশনা। এটি কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা তাঁকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তিকে জাগতিক জিনিস, যেমন সম্পদ এবং পরিবারকে বিশ্বাস করার জন্য বোকা বানানো উচিত নয়, যদি তারা সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 55-56:

“ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকি। [কারণ] আমরা কি তাদের জন্য ভাল জিনিস ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না।”

যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সে দেখতে পাবে যে তারা উভয় জগতে তাদের জন্য মানসিক চাপ ও দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

ভাল এবং খারাপ পার্থিব জিনিসগুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যাতে কেউ নিশ্চিত করতে পারে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার

করছে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক এবং শরীরের শান্তি পায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 7:

"তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছেন..."

যারা ঐশ্বরিক ক্রোধ অর্জন করেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা ঐশ্বরিক জ্ঞানের অপব্যবহার করেছে যা তাদেরকে জাগতিক জিনিস, যেমন সম্পদ এবং কর্তৃত্ব লাভের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তারা কলুষিত উদ্দেশ্য অবলম্বন করেছিল এবং ফলস্বরূপ তারা যে সৎকর্ম সম্পাদন করেছিল তার জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে তারা কোন প্রতিদান পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে যারা অন্যের জন্য সৎ কাজ করে তাদের কেয়ামতের দিন তাদের জন্য তাদের কাজ করা লোকদের কাছ থেকে তাদের সওয়াব আদায় করার আদেশ দেওয়া হবে, যা বাস্তবে সম্ভব নয়। করতে তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই পরিণতি এড়াতে হবে যাতে তাদের উদ্দেশ্য ভালো কাজ করার সময়

মহান আল্লাহকে খুশি করা হয়। এর একটি লক্ষণ এই যে, তাদের কখনই মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করা বা আশা করা উচিত নয়। উপরন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত। জিহ্বা দিয়ে ইসলামের দাবি করা এবং কাজ দ্বারা সমর্থন করতে ব্যর্থ হওয়া স্বর্গীয় ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

" আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, তুমি এমন কথা বল যা তুমি করো না।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 7:

"তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ, পথভ্রষ্টদের নয়।"

এর মধ্যে রয়েছে তারা যারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুসন্ধান ও পূরণ করা এড়িয়ে চলে এবং এর পরিবর্তে এই পৃথিবীতে একটি লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করে যেখানে তারা একের পর এক তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য চেষ্টা করে। ফলস্বরূপ, তারা জীবনে তাদের নিজস্ব পথ তৈরি করে যার ফলে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, যা উভয় জগতে তাদের জন্য আরও চাপ এবং সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

মুসলিমরা এই মনোভাব এবং ফলাফল এড়িয়ে চলে এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাতে তারা তাদের উদ্দেশ্যকে চিনতে এবং পূরণ করে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এই উদ্দেশ্যটি তখনই পূর্ণ হয় যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে যে নিয়ামতগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করে। তাই এই উদ্দেশ্য ইসলামের মৌলিক বাধ্যবাধকতার বাইরেও প্রসারিত। নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করলে উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তি আসে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 7:

"তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন , তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

জীবনের একজনের পথ তারা যে কোম্পানি রাখে তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের দ্বারা ইতিবাচক বা নেতিবাচক এবং দৃশ্যত বা সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত হয়। সহিহ বুখারি, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাই একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা এমন সঙ্গী বেছে নেবে যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। একটি তিক্ত সত্য সকলকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে কেউ একটি মন্দ চরিত্র গ্রহণ করেনি, এর অর্থ এই নয় যে তারা সাহচর্যের জন্য উপযুক্ত।

উপরন্তু, সুনানে আবু দাউদ, 4031 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি একদল লোকের অনুকরণ করে তাকে তাদের একজন হিসাবে গণ্য করা হবে।

অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের প্রেমের মৌখিক দাবীকে বাস্তবে সমর্থন করতে হবে যাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ করেছেন , যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের অনুসরণ করে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। যদি তারা আলোচনায় মূল আয়াতে উল্লেখিত অন্য দুটি দলকে অনুকরণ করে, তবে তাদের মৌখিক দাবি নির্বিশেষে তাদের একজন হিসাবে গণ্য হবে।

মূল আয়াতটি একজন মুসলমানের মধ্যে ভয় ও আশা উভয়ই সৃষ্টি করে। আশা এই সত্যের মধ্যেই নিহিত যে, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদসমূহকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায় ব্যবহার করে। , তারা গোমরাহী থেকে রক্ষা পাবে এবং উভয় জগতের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। অথচ ভয় এই যে, কেউ যদি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা খোদায়ী ক্রোধের সম্মুখীন হবে এবং তারা বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না। ভয় এবং আশার মধ্যে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আশা একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে, যেখানে ভয় একজনকে পাপ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে।

অধ্যায় 1 আল ফাতিহা, আয়াত 7:

"তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন , তাদের নয় যারা [আপনার] ক্রোধ অর্জন করেছে বা যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

এই দুটি দলের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলির মধ্যে একটি: সঠিকভাবে পরিচালিত এবং বিপথগামী, তারা প্রত্যেকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি কীভাবে ব্যবহার করেছিল। সঠিক পথপ্রাপ্তরা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেছিল এবং ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতে মানসিক ও দেহের শান্তি প্রদান করেছিল, এমনকি যদি তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

যদিও বিপথগামী দল, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করেছে এবং ফলস্বরূপ তারা দুনিয়া বা পরলোক উভয় জগতে কখনোই মানসিক ও দেহের শান্তি পায়নি, তা যতই জাগতিক জিনিস তারা অর্জন করতে সক্ষম হোক না কেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে- প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এই পার্থক্য বোঝা অধ্যায় 1 আল ফাতিহার প্রধান শিক্ষাগুলির মধ্যে একটি, যা ঘুরেফিরে পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্তসার করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই পাঠ বুঝে ও আমল করে সে পবিত্র কুরআনের উপর আমল করছে।

পরিশেষে, একজনকে "আমীন" শব্দের সাথে অধ্যায় 1 আল ফাতিহার তেলাওয়াত শেষ করতে হবে। এই শব্দটি এই অধ্যায়ে উল্লেখিত দোয়া কবুল করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে অনুরোধ। নামাজের সময় ফেরেশতাদের চূড়ান্ত শব্দের সাথে আমীনের শেষ শব্দটি মিললে তাদের ছোট ছোট গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। সহীহ বুখারী নং 782-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe

Achieve Noble Character